খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফা মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ২৩ শে জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

ধনী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে সালাম করলে নিজেদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে এই কারণে সালাম করে দেওয়া যথেষ্ট নয় বরং দরিদ্রদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ। আত্মাভিমান প্রদর্শনই প্রকৃত বিষয়। প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের নবী (সাঃ) এর সম্পর্কে কিছু অনুচিত কথা বলে তবে সে যত বড় ব্যক্তিই হোক না কেন তাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

তাশাহুদ, তাঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সে সকল ঘটনাবলী উপস্থাপন করব যা তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কেমন মানে উপনীত ছিলেন এবং তাঁর সম্মানের প্রশ্ন এলে তিনি (আ.) কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন এ সম্পর্কে লেখরাম সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোর বা অমৃতসর স্টেশনে ছিলেন এমন সময় পন্ডিত লেখরামও সেখানে আসে এবং এসে তিনি (আ.)-কে সালাম করে। পন্ডিত লেখরাম যেহেতু আর্য সমাজীদের মাঝে অনেক বড় মর্যাদার অধিকারী ছিল তাই যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ছিল তারা যারপরনায় আনন্দিত হয় যে, লেখরাম তিনি (আ.)-কে সালাম করতে এসেছে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি (আ.) হয়ত দেখেন নি–এধারণার বসবর্তী হয়ে আর যখন তিনি (আ.)-এর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা হয় যে পন্ডিত লেখরাম সাহেব সালাম করছেন, তখন তিনি উত্তেজনার আতিসত্যে বলেন যে, তার লজ্জা করে না? সে আমার মনিবকে গালি দেয় আর আমাকে এসে সালাম করে! এ কথায় তিনি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, লেখরাম এসেছে। কিন্তু কোন বড় রঈস বা নেতার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়াই সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বড় সফলতা । যখন এমন কোন মানুষ তাদের কাছে আসে তখন তারা খুব মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনে কিন্তু কোন দরিদ্র মানুষ আসলে ভ্রুক্ষেপই করে না।

কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের আত্মাভিমান দেখুন! পন্ডিত সাহেব স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসে কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, আমার মুনিবকে গালি দেয়া পরিত্যাগ করুক তখন আমি সাক্ষাৎ করব। এ ঘটনায় একদিকে যেখানে রসূলের জন্য আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায় সেখানে এই শিক্ষণীয় দিকও রয়েছে যে, বড় লোকদের শুধু বড় হওয়ার কারণে সালাম করা বা এটি মনে করা যে, আমাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে– এটি যথেষ্ট নয় বা এ ধারণা সঠিক নয়। বরং দরিদ্রের সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থে যা আবশ্যক তাহলো আত্মাভিমান প্রদর্শন। যদি কোন বড়লোক আমাদের রসূল (সা.) সম্পর্কে অশোভনীয় ভাষায় কিছু বলে তাহলে সে যত বড়ই হোক না কেন তাকে গুরুত্ব দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। যাহোক, এ বিষয়ের বিভিন্ন দিক এবং আঙ্গিক রয়েছে।

অনুরূপভাবে অপর একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, হযরত মির্যা সাহেবের নিজ সন্তানদের প্রতি ব্যবহার এত উন্নত মানের ছিল যে, এ কথা চিন্তাই করা যেতনা যে, তিনি কোন সময় রাগও করতে পারেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মনে করতাম, হযরত সাহেব কখনও রাগ করেনই না। সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালবাসার মান এত উন্নত ছিল যে, হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কাছেই এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মির্যা সাহেব একবার বলেন যে, আমার পাঁজরে ব্যথা হচ্ছে যেখানে গরম শেক দেয়া হয়েছে কিন্তু উপশম হয়নি। পরিশেষে

অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, তার পকেটে ইটের একটি টুকরা ছিল যার কারণে পাঁজরে ব্যথা হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হয় যে, হুযূর! এটি আপনার পকেটে কিভাবে আসল? তিনি (আ.) বলেন, মাহমুদ আমাকে ইটের টুকরাটি দিয়েছিল আর বলেছিল যে যত্ন করে রাখবেন। আমি আমার পকেটে রেখে দিয়েছি যে, যখন চাইবে তার হাতে তুলে দেব। হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব (রা.) বলেন যে, আমি বললাম, আমাকে দিন, আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি। তিনি (আ.) বলেন যে, না আমি নিজের কাছেই রাখব। এককথায় সন্তানদের প্রতি তাঁর এমন ভালোবাসা ছিল যে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমাদের সবাইকে তিনি গভীরভাবে স্নেহ করতেন এবং ভালোবাসতেন। বিশেষ করে আমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই মির্যা মুবারক আহমদের প্রতি তিনি (আ.)-এর গভীর স্নেহ এবং ভালবাসা ছিল।কিন্তু এই ভালোবাসা হযরত রসূলে করিম (সা.)-এর ভালোবাসার উপর কখনো জয়যুক্ত হয় নি। এই স্নেহের পুত্র একবার যখন শৈশবের বুদ্ধির অভাবে মুখ থেকে এমন কোন শব্দ বের করে যা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মহিমার পরিপন্থী ছিল তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সজোরে তার দেহে আঘাত করেন।

এরপর আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, লাহোরে আর্যদের এক সভা হয়, হযরত মির্যা সাহেব (আ.)-কেও তাতে অংশগ্রহণের জন্য হযরত আমন্ত্রণ জানানো হয়। জলসার ব্যবস্থাপকেরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কোন বাজে শব্দ ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু সভায় মারাত্মক নোংরা গালি দেয়া হয়। আমাদের জামাতের কিছু সদস্যও তাতে অংশগ্রহন করে যাদের মাঝে হযরত মৌলভী নুরুদ্দীন (রা.)-ও ছিলেন যাকে হযরত মির্যা সাহেব গভীর সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শুনলেন যে, জলসায় রসূলে করিম (সা.)-কে গালি দেয়া হয়েছে তখন তিনি মৌলভী সাহেবকে বলেন, আপনার আত্মাভিমান সেখানে বসে থাকা কীভাবে মেনে নিল? আপনি কেন সেখান থেকে উঠে চলে আসলেন না? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এতটা উত্তেজিত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি মৌলভী সাহেবের সাথে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।

সুতরাং আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর যারা এই অপবাদ আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ! তিনি (আ.) মহানবী (সা.) থেকে নিজেকে বড় মনে করেন, প্রশ্ন হলো তারা কী আবেগ-অনুভূতির এমন বহিঃপ্রকাশ-এর কোন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারবে কি? হায় এই অপবাদ আরোপকারীরা যদি তিনি (আ.)-এর রসূল প্রেমের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতো!
এরপর আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে যে ধর্মীয় বিতর্ক হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) লেখেন, জঙ্গে মুকাদ্দাস পুস্তক যাতে আথম সংক্রান্ত বিতর্ক ছাপা হয়েছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বিতর্ক তখন সংঘটিত হয়েছে যখন তিনি (আ.) মসীহ্ মওউদ হবার ঘোষণা করেছিলেন। আর মৌলভীরা এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল যে, তিনি কাফের আর এই ফতোয়া জারী করেছিল যে, তিনি ওয়াজেবুল ক্বতল বা অবশ্যই হত্যাযোগ্য। এক অ-আহমদীর এক খ্রীষ্টানের সাথে মোকাবেলা হয়। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আমন্ত্রণ জানায় যে, আপনি আমাদের পক্ষ থেকে মোকাবেলা করুন। আর এতে তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ দ-ায়মান হয়ে যান। মহানবী (সা.)-এর সম্মান , ইসলামের সম্মান এবং আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (আ.) মোবাহাসা বা বিতর্ক করার জন্য চলে যান এটি তাঁর ঈমানী আত্মাভিমান ছিল যার জন্য তিনি কোন কিছুকে ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দু একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা উপস্থাপন করছি।
ডেপুটি আব্দুল্লাহ্ আথম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শাস্তি সংক্রান্ত যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার মেয়াদ কেটে যাওয়ার পরও যখন আথম মারা গেল না তখন বাহ্যিকতার পূজারীরা হৈচৈ আরম্ভ করে যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। একবার ভাওয়ালপুরের নবাব সাহেবের দরবারেও কিছু মানুষ হাসি তিরষ্কারের ছলে বলে যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি আর আথম এখনও জিবীত আছে। তখন দরবারে চাচড়া শরীফের খাজা গোলাম ফরীদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন আর নবাব সাহেব ছিলেন তার মুরীদ বা

ভক্ত। কথায় কথায় নবাব সাহেবের মুখ থেকেও এই বাক্য বেরিয়ে যায় যে, হ্যাঁ মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এতে খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব উত্তেজিত হয়ে যান এবং প্রতাপান্বিত কণ্ঠে বলেন যে, কে বলেছে আথম জিবীত। আমি তো তার লাশ দেখতে পাচ্ছি। তখন নবাব সাহেব চুপ হয়ে যান। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, কিছু মানুষ বাহ্যত জিবীত মনে হয় কিন্তু কার্যত তারা মৃত হয়ে থাকে। আর অনেককে বাহ্যত মৃত মনে হয় কিন্তু তারা কার্যত জিবীত হয়ে থাকে।পুনরায় আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মু'মিনের কাজ হল খোদাতা'লার ওপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভর করা। কাজতো আল্লাহ্ তা'লাই করেন, কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হল আমরা যেন তা-ই করি, তা-ই চিন্তা করি এবং তা-ই বলি যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। আমাদের তা-ই করা উচিৎ, ভাবা উচিৎ এবং বলা উচিৎ যা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন আথম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন আর ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ কেটে যায় , খুবসম্ভব ৯৪ এর শেষ বা ৯৫ এর প্রথম দিকের কথা এটি। তখন আমার বয়স সাড়ে পাঁচ বা ছয় বছর ছিল। এখনও সেই দৃশ্য আমার স্মৃতিপটে অম্লান। তখন আমার জন্য এটি বুঝা সম্ভব ছিল না কেননা আমার বয়স কম ছিল। কিন্তু এখন ঘটনাবলী দৃষ্টে আমি বুঝতে পারি যে, যেদিন আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার শেষ দিন ছিল অর্থাৎ পনের মাস যেদিন শেষ হতে যাচ্ছিল সেইদিন এত হট্টগোল হচ্ছিল যে, মানুষ চিৎকার করে কাঁদছিল আর দোয়া করছিল যে, হে আল্লাহ্! আথম ধ্বংস হোক। এটি আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ের কথা। এরপর নামাযের সময় হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নামায পড়ান এবং নামাযের পর তিনি মুসল্লীদের সাথে মজলিসে উপবিষ্ট হন। যদিও সেই বয়সে আমি রীতিমত মজলিসে উপস্থিত হতাম না কিন্তু কখনও কখনও বসে যেতাম। সেদিন আমিও মজলিসে বসে পড়ি। সেদিন যারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের এই কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, কোন মানুষের কী আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে অধিক তার উক্তির জন্য আত্মাভিমান থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু বলেছেন যে, এমনটি হবে তাই আমাদের ঈমান থাকা উচিৎ যে, এমনটি অবশ্যই হবে। আর আমরা যদি খোদা তা'লার কথা বুঝতে ভুল করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ভ্রান্তি অনুসারে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য নন। যদি আমরা খোদা তা'লার কথা ভুল বুঝে থাকি তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তো আমরা যেভাবে বুঝেছি সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা রায় দিতে বাধ্য নন। আমাদের কাজ হল সেই ব্যক্তির কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যাকে আমরা সত্যবাদী জ্ঞান করেছি। এক কথায় মু'মিনের কাজ হলো আল্লাহ্ তা'লার উপর তাওয়াক্কুল করা বা নির্ভর করা। আল্লাহ্ তা'লার কথা অবশ্যই পূর্ণ হয়ে থাকে। আর আমি যেমনটি বলেছি, এই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং বড় মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু হ্যাঁ সাময়িকভাবে আব্দুল্লাহ্ আথমের তওবার কারনে এটি বিলম্বিত হয় কিন্তু অবশেষে সে ধরা পড়ে।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বেশ কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। তার মাঝ থেকে দু একটি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামাতের সদস্যদের স্মৃতিপটে এ কথা জাগ্রত থাকা চাই বা সদা স্মরণ রাখা চাই, আথমের অনুশোচনা বা প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে স্মরণ রাখতে হবে যে, ভবিষ্যদ্বণী শুনতেই সে নিজের জিহ্বা বের করে এবং নিজেন কান ধরে আর কেঁপে উঠে এবং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এক বিশাল জনগোষ্ঠীর সামনে তার এই অনুশোচনা এবং প্রত্যাবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এরপর তার ওপর ভয় ছেয়ে যায় এবং সে শহরের পর শহরে আত্মগোপন করতে থাকে। সে নিজের বিরোধীতা পরিত্যাগ করে এবং এরপর আর ইসলাম বিরোধী কোন রচনা বা প্রবন্ধ প্রকাশ করেনি। যখন পুরষ্কারের ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে কসম খাওয়ার জন্য ডাকা হয় তখন কসম খেতেও আসেনি। আর সত্য স্বাক্ষ্য গোপনের অপরাধে সেই ভবষ্যিদ্বাণী অনুসারে, যা তার সম্পর্কে করা হয়েছিল, সে ধ্বংস হয়ে যায়।

অপর এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল শর্তস্বাপেক্ষ। সে ভীত-ত্রস্ত ছিল এবং শহর থেকে শহরান্তরে আত্মগোপন করতে থাকে। যদি তার প্রভু মসীহ্র ওপর তার বিশ্বাস থাকত এবং নির্ভর করত

তাহলে এত ভীতি ও ত্রাসের কারন কী? কিন্তু একই সাথে যখন সে সত্য গোপন করেছে এবং এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে; কেননা সত্য গোপন করা অনেক অজ্ঞের জন্য হোঁচট খাওয়ার কারন হতে পারত তাই আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সত্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমাদের শেষ বিজ্ঞাপনের সাত মাসের ভিতর তাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেন আর যে মৃত্যুর ভয়ে সে ভীত ছিল এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সেই মৃত্যুই তাকে গ্রাস করে।

আব্দুল্লাহ আথমের সাথে বিতর্ক চলা কালে খ্রিস্টান মিশনারীরা ষড়যন্ত্র মূলক ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিজেদের ধারণা অনুসারে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আর তারা এমন এক রীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেয় যার ফলে মানুষের সামনে তিনি হেয় প্রমাণিত হন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতিকে তাদের ওপরই ফিরিয়ে দেন

যারা দেখেছে তারা বলেন যে, তাদের সেই ভীতি দেখার মত ছিল। এই বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র বরাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তো সেই সময় বালক ছিলাম যখন খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন যে, আথম সংক্রান্ত মুবাহাসা বা বিতর্কে আমি যে দৃশ্য দেখেছি তার পূর্বে তো আমাদের বিবেক বুদ্ধি সঠিক ভাবে কাজ করছিল না কিন্তু এরপর আমাদের আনন্দের কোন সীমা রইল না। তিনি (রা.) বলেন, খ্রিস্টানরা যখন নিরুপায় হয়ে যায় এবং তারা দেখল যে, তাদের কোন ষড়যন্ত্রই সফল হচ্ছে না তখন কতিপয় মুসলমানকে সাথে নিয়ে তারা হাসি ঠাট্টার উদ্দেশ্যে এই দুষ্কৃতির আশ্রয় নেয় যে, কিছু অন্ধ, বধীর, লুলা, এবং খোড়াকে সেখানে একত্রিত করে এবং বিতর্কের পূর্বে তাদেরকে একদিকে বসিয়ে দেয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন সেখানে আসেন তৎক্ষনাৎ তারা সেই অন্ধ, বধীর, খোড়া এবং হাত পা বিহীন লোকদেরকে তিনি (আ.)-এর সামনে উপস্থাপন করে এবং বলে যে, আপনি যদি সত্যিই মসীহ্র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকেন তাহলে তাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করে দেখান। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন যে, তাদের এমন কথা শুনে আমরা মারাত্মক ভাবে ঘাবড়ে যাই। আমরা খুবই দুশ্চিন্তা গ্রস্থ ছিলাম। যদিও আমরা জানতাম যে, এটি একটি কথার কথা। কিন্তু আমরা একারণে ভীত ছিলাম যে, আজকে এরা হাসি ঠাট্টা বা তিরস্কারের সুযোগ পাবে। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র চেহারার দিকে যখন তাকালাম তখন তার পবিত্র চেহারায় ঘৃণা এবং ভীতির কোন লক্ষ্যণই ছিল না। খ্রিস্টানরা যখন কথা শেষ করে তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন যে, দেখুন পাদ্রী সাহেব! আমি যে মসীহ্র মসীল বা প্রতিচ্ছবি হওয়ার দাবী করি ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তিনি এমন বাহ্যিক অন্ধ, বধীর, খোড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকদের আরোগ্যের ব্যবস্থা করতেন না। কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস হল, মসীহ্ দৈহিক ভাবে অন্ধ, বধীর, খোড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকদেরকে আরোগ্য দান করতেন। এছাড়া আপনাদের কিতাব বাইবেলে এটাও লেখা আছে যে, যদি তোমাদের মাঝে বিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকে এবং তোমরা পাহাড়কে নিজের স্থান থেকে সরে যেতে বল তাহলে পাহাড় সেখান থেকে সরে যাবে আর আমি যে সমস্ত নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করি অর্থাৎ ঈসা (আ.) বলছেন, সেই সমস্ত নিদর্শন তোমরাও প্রদর্শন করতে পারবে। এই প্রশ্ন আমাকে করার কোন যুক্তি নেই। আমি তো সেই সকল নিদর্শন বা মোজেযা প্রদর্শন করতে পারি যা আমার মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদর্শন করেছেন। আপনারা যদি সে সমস্ত নিদর্শনের দাবী করেন তাহলে আমি তা দেখানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। বাকি থাকলো এ ধরণের নিদর্শন। তো আপনাদের গ্রন্থ নিজেই ঘোষনা করেছে যে, প্রত্যেক সেই খিষ্টান যার মাঝে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও একই ধরণের নিদর্শন দেখাতে পারবে যা মসীহ্ নাসেরী দেখিয়েছেন। তাই আপনারা খুব ভালো কাজ করেছেন যে, আমাদেরকে কষ্টের হাত থেকে রক্ষা করেছেন আর এই সকল অন্ধ, বধীর, খোড়া আর হাত-পা বিহীন লোকদেরকে এখানে একত্রিত করেছেন। এখন এই সকল অন্ধ, বধীর, খোড়া এবং হাত-পা বিহীন লোকেরা এখানে আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনাদের মাঝে যদি সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থেকে থাকে তাহলে এদেরকে ভাল করে দেখান। তিনি (রা.) বলতেন যে, এই উত্তর শুনে পাদ্রীরা এতটাই হতভম্ব হয়ে যায় যে, বড় বড় পাদ্রীরা সেসকল খোড়া এবং

হাত-পা বিহীন লোকদের সেখান থেকে টেনে অন্যত্র নিয়ে যেতে থাকে। তো আল্লাহ্ তা'লা তার নৈকট্যপ্রাপ্তদের সকল ক্ষেত্রে সম্মান দিয়ে থাকেন আর তাদেরকে এমন সব উত্তর শিখিয়ে থাকেন যা শুনে শত্রুরা নির্বাক হয়ে যায়।

হুজুর আনোয়ার বলেন, সত্য বলা সম্পর্কে আমরা অনেক ঘটনা শুনে থাকি। এখন আমরা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ভাষায়ও শুনে নেই। তিনি (রা.) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরই ঘটনা একবার তিনি (আ.) কোন এক প্যাকেটে একটি চিঠি রেখে দেন যা ডাক বিভাগের রীতি অনুয়ায়ী নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু তিনি (আ.) তা জানতেন না। ডাক বিভাগের লোকেরা তিনি (আ.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর এই মামলা পরিচালনার জন্য বিশেষ কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করে যেন তার শাস্তি হয়ে যায়। আর এর ওপর খুবই জোর দেয় যে, অবশ্যই তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ।

আদালতে যখন তিনি (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আপনি কী প্যাকেটে চিঠি রেখেছিলেন? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তরে বলেন, হ্যাঁ আমি চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু ডাক বিভাগের এই নিয়মের কথা আমার জানা ছিল না। তখন বাদীর পক্ষ থেকে দীর্ঘ বক্তৃতা করা হয়।

অবশেষে বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বিচারক ঘোষণা করেন যে, সে বারী বা নির্দোষ এবং আরো বলেন যে, তিনি যেহেতু এভাবে সব সত্য বলেছেন তাই তাকে নির্দোষ খালাস করছি। এই ঘটনা আমাদের অনেকেই অনেক বার পড়েছে এবং শুনেছে। আমিও বেশ কয়েক স্থানে এটি বর্ণনা করেছি। কিন্তু আমরা কেবল শুনেই সেটি উপভোগ করি। সত্যের মান কেমন হওয়া উচিৎ এটি তার খুব ছোট একটি দৃষ্টান্ত যা তিনি (আ.) আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু যারা নিজেদের স্বার্থের জন্য সত্যের মানদন্ডে ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিৎ।

একবার এই রেওয়ায়েত ছেপে যায় যে, আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার যখন কেবল এক দিন বাকী ছিল তখন তিনি (আ.) অনেককে বলেছেন যে, তারা যেন এই পরিমাণ চনা বুটের উপর অমুক সূরার এত বার ওযিফা পড়ে তার কাছে নিয়ে আসে। তারা ওযিফা বা দোয়া পড়ে যখন সেই চনা বুট হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয় তিনি সেগুলো কাদিয়ানের বাইরে নিয়ে যান এবং একটি অব্যবহৃত কূপে সেগুলো নিক্ষেপ করে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত সেখান থেকে ফিরে আসেন।

হযরত মুসলেহ্ মউদ (রা.) বলেন, আমার সামনে যখন এ সংক্রান্ত আপত্তি উত্থাপন করা হয় তখন আমি রেওয়ায়েত বর্ণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, এই রেওয়ায়েত কেন লিখেছেন? এটিতো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রকাশ্য রীতি-নীতি এবং আমলের পরিপন্থী এবং এর অর্থ হল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও নাঊযুবিল্লাহ্ জাদুটোনা করতেন। যখন এটি সম্পর্কে গবেষণা করা হয়, তখন জানা যায় যে, কোন ব্যক্তি এমন স্বপ্ন দেখেছিল আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে যখন সেই স্বপ্নের উল্লেখ করা হয় তখন তিনি (আ.) বলেন যে, বাহ্যিক অর্থেই স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থা কর। স্বপ্ন পূরণের জন্য একটি কাজ করা ভিন্ন কথা আর জেনে শুনে এমন কাজ করা ভিন্ন বিষয়।

যদি এভাবে কথা বলা হয় তাহলে এটি অনেক সময় সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি খুতবা দেন। তাতে তিনি জামাতের সদস্যদের নসীহত করেন যে, ঝগড়া-বিবাদ পরিহার কর। ১৯৩১ সনের কথা, তিনি (রা.) বলেন, জামাত এখন সাবালক হয়ে গেছে। তাই আমাদের নিজেদের ঈমান ও কর্মকে ধর্মীয় জ্ঞানসম্মত বানানো উচিৎ। ধর্ম যে শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষার অধিনস্ত হওয়া উচিৎ। খুৎবায় এটি বলার পর তিনি (রা.) এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যে, ওমুক কারনে এ ব্যক্তিকে এখন জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। খুতবার পর যখন খুতবায়ে সানীয়া আরম্ভ হয় তখন সেই খুতবা চলাকালেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খলীফা সানী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, হুযুর! যে ব্যক্তিকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার নাম কী? তখন দ্বিতীয় এক ব্যক্তি বলে যে, খুতবা চলাকালীন কথা বলা উচিৎ নয়। এটি দেখে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুচকি হাসেন। এরপর তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ঘটনা শুনান। কোন মজলিসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তার তালাশী সংক্রান্ত ঘটনা শুনাচ্ছিলেন। এ তালাশী চালিয়েছিল গুরুদাসপুরের পুলিশ সুপার যা

সম্পর্কযুক্ত ছিলো পন্ডিত লেখরামের হত্যার সাথে। তিনি (আ.) বলেন যে, পুলিশ সুপার একটি ছোট দরজা দিয়ে অতিক্রম করতে গেলে তার মাথায় ভীষণ আঘাত পায়। সে দরজার চৌকাঠে বাড়ি খায় আর তার মাথা ঘুরে যায়। আমরা তাকে দুধ পান করতে বলি কিন্তু সে অস্বীকার করে বলে যে, এখন আমি তালাশীর জন্য এসেছি। এটি আমার ওপর অর্পিত দায়িত্বের পরিপন্থী কাজ হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সে এই উত্তর দেয়। তখন এই একই ব্যক্তি যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি খলীফা সানী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, যাকে জামাত থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে তার নাম কী? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি এখন প্রশ্ন করেছেন তিনিই তখন তাৎক্ষনিকভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করেন যে, হুযুর! তার মাথা থেকে কী রক্ত বেরিয়েছিল?হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাসেন এবং বলেন যে, আমি তার টুপি খুলে দেখিনি।

তো এভাবে অনেকের বিনা কারনেই কথা বলার অভ্যাস থেকে থাকে। যাহোক খুতবায় কথা বলা নিষেধ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি নসিহত করেছেন যে, খুতবায় কথা বলা নিষেধ তার আচরণও ভুল ছিল। ইশারা করা যেত বা পরে বুঝানো যেত। এতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও একটি কৌতুক শুনান যে, এক ব্যক্তি মসজিদে আসে। বাজামাত নামায চলছিল। সে উচ্চস্বরে সালাম বলে। তখন নামাযীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি একই উচ্চতার সাথে ওয়া আলাইকুম সালাম বলে বসে। এতে তার সাথে যে নামাযী দন্ডায়মান ছিল সে বলে উঠে, তুমি কী জাননা যে, নামাযে কথা বলতে হয় না। তুমি উত্তর কেন দিলে? যাহোক স্মরণ রাখা উচিৎ খুতবা নামাযের অংশ। তাই খুতবা চলাকালে কথা বলা নিষেধ। কোন স্থানে কাউকে যদি বাঁধা দিতেই হয় তাহলে ইমাম যিনি খুতবা দিচ্ছেন তিনি বলতে পারেন। আর নামাযের সময়তো ইমামও কথা বলতে পারেন না। ঘরে এখন থেকেই সন্তানদের তরবীয়ত করা উচিৎ যেভাবে নামাযে কথা বলা নিষেধ একই ভাবে খুতবায়ও কথা বলা নিষেধ।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (23-01-2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To

.....

.....

From :Ahmadiyya Muslim Mission,Uttar hazipur,Diamond Harbour, 743331, 24 parganas(s), W.B